34715 - আদম (আঃ) কর্তৃক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে ওসিলা দেয়া শীর্ষক হাদিসটি বাতিল

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি এ হাদিসটি পড়েছি। আমি জানতে চাই, হাদিসটি কি সহিহ; নাকি সহিহ নয়?
(যখন আদম আলাইহিস সালাম গুনাহতে লিপ্ত হলেন তখন তিনি বললেন: ইয়া রব্ব, মুহাম্মদ এর অধিকার এর বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্ বললেন: হে আদম, তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে, আমি তো তাকে এখনও সৃষ্টি করিনি? আদম বলল: ইয়া রব্ব, কারণ যখন আপনি আমাকে নিজ হাত সৃষ্টি করে, আমার মধ্যে আপনার রূহ থেকে ফুঁকে দিলেন তখন আমি মাথা উত্তোলন করে দেখলাম যে, আপনার আরশের খুঁটিগুলোর উপর লেখা আছে- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' (অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই; মুহাম্মদ তাঁর বার্তাবাহক)। তখন আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি আপনার নামের সাথে আপনার সবচেয়ে প্রিয় মাখলুক ছাড়া অন্য কারো নাম সম্বন্ধিত করেননি। তখন আল্লাহ্ বললেন: হে আদম, তুমি সত্য বলছে। নিশ্চয় তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় মাখলুক। তাঁর অধিকারের ওসিলা দিয়ে দোয়া কর। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি মুহাম্মদ না হত তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।)

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এ হাদিসটি মাওযু (বানোয়াট)। এ হাদিসটি ইমাম হাকেম (রহঃ) আব্দুল্লাহ্ বিন মুসলিম আল-ফিহিরি এর সূত্রে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: আমাদের নিকট ইসমাইল বিন মাসলামা হাদিস বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম সংবাদ দিয়েছেন তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আদম গুনাহতে লিপ্ত হল... প্রশ্নকারী যে ভাষায় উল্লেখ করেছেন ঠিক সে ভাষায় সেখানে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

হাকেম বলেন: এটি সহিহ সনদবিশিষ্ট হাদিস।[সমাপ্ত]

হাকেম এভাবেই বলেছেন! কিন্তু অনেক আলেম, হাকেমের কথার সমালোচনা করেছেন এবং হাকেম কর্তৃক এ হাদিসকে সহিহ বলার প্রতিবাদ করেছেন। তারা হাদিসটিকে বাতিল ও বানোয়াট হুকুম দেন। তারা আরও তুলে ধরেন যে, হাকেম নিজেই এ হাদিসে স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছেন।

আলমেগণরে সসেব উক্তরি কয়িদাংশ নম্নিরূপ:

হাকমেরে পূর্বোক্ত উক্তরি সমালোচেনা করে যাহাবী বলনে: বরঞ্চ হাদসিটি মাওযু (বানোয়াট)। আব্দুর রহমান একজন অনর্ভিরযোগ্য বর্ণনাকারী। আর আব্দুল্লাহ্ বনি মুসলমি আল-ফহিরি কে আমি চনিি না।[সমাপ্ত]

যাহাবী তার 'মযিানুল ইতদিাল' গ্রন্থে বলনে: "এটি বাতলি খবর (হাদসি)"।

ইবনে হাজার তাঁর 'লসিানুন মযিান' গ্রন্থে এ অভমিতরে প্রতি সম্মতি জানয়িছেনে।

বাইহাকী বলনে: এই সূত্রটি আব্দুর রহমান বনি যায়দে বনি আসলাম এককভাবে বর্ণনা করছেনে। এ আব্দুর রহমান দুর্বল রাবী।[সমাপ্ত] ইবনে কাছরি তাঁর 'আল-বদিায়া ওয়াল নহিায়া' গ্রন্থে (২/৩২৩) এ অভমিতরে প্রতি সম্মতি জানয়িছেনে।

আলবানী তাঁর আল-সলিসলিা আয-যায়ফি গ্রন্থে (২৫) বলনে: মাওযু (বানোয়াট)।[সমাপ্ত]

হাকমে নজিওে (আল্লাহ্ তাঁকে মাফ করুন) আব্দুর রহমান বনি যায়দেকে হাদসি জাল করার দোষে অভযিুক্ত করছেনে। তাহলে হাদসিটি সহহি হয় কভিাবে?!

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা তাঁর 'আল-কায়দো আল-জালয়িযা ফতি তাওয়াস্সুল ওয়াল ওসলিা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৬৯) বলনে: হাকমে এ হাদসিটি বর্ণনা করে নজিইে সমালোচতি হয়ছেনে। কারণ তনিি নজিে 'আল-মাদখাল ইলা মারফিাতসি সহহি মনিাস সাকমি' গ্রন্থে বলনে: আব্দুর রহমান বনি যায়দে বনি আসলাম তার পতিা থকেে বশে কছিু জাল হাদসি বর্ণনা করছেনে। হাদসি বশিারদদরে মধ্যে যে ব্যক্তি এ রওেয়ায়তেটরি প্রতি গভীর দৃষ্টি দয়িছেনে তার কাছে অস্পষ্ট নয় য, এ রওেয়ায়তে তার উপরই দোষারোপ করা হবে। আমি বলি: আব্দুর রহমান বনি যায়দে বনি আসলাম তাদরে সর্বসম্মতক্রিমে দুর্বল; তনিি প্রচুর ভুল করনে।[সমাপ্ত]

[দখেুন: আলবানী এর 'সলিসলিাতুল আহাদসি আয-যায়ফি' (১/৩৮-৪৭)]